তারিখ ... 12 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ১০ ... কলাম ২ ...

যুগান্তর

শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ৩টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের এমপিও (বেতনের সরকারি অংশ) এবং বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি তথা সরকারি শিক্ষকদের সমান বেতন দেয়ার লক্ষ্যে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া আগামী অর্থবছরে শিক্ষার্থী উপবৃত্তি বৃদ্ধি, নতুন প্রায় দু'হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, সব বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ৫ জন শিক্ষক নিয়োগ, কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার এবং তিনটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যেও বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী ড. আবুল মাল আবদুল মুহিত বৃহস্পতিবার তার বাজেট বক্তৃতায় এ তথ্য তুলে ধরে বলেন, শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য খাতে সর্বমোট ২১ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হচ্ছে। এ বরাদ্দ মোট বাজেটের প্রায় ১৯ ভাগ। তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আলাদা বরাদ্দ হিসাব করে দেখা যায়, বরাদ্দের পরিমাণ ১৪ হাজার ৩৩ কোটি ২১ লাখ ৪৭ হাজার টাকা। সে হিসেবে এটিই হচ্ছে নতুন অর্থবছরে শিক্ষা খাতে নতুন সরকারের সার্বিক ব্যয় পরিকল্পনা। অর্থমন্ত্রী শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দকে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় এটা ১৪ ভাগ বেশি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন, একক খাত হিসেবে শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে আরও বলেন, বরাদ্দের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। আর মন্ত্রণালয়ওয়ারি বাজেট কাঠামোতে দেখা যায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেটে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলিয়ে সর্বমোট ৬ হাজার ৬১৭ কোটি ৫২ লাখ ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেয়া হয়েছে ৭ হাজার ৪১৫ কোটি ৬৯ লাখ ৩৭ হাজার টাকা। বিগত অর্থবছরে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

বরাদ্দ : সর্বোচ্চ

(১৬ পৃষ্ঠার পর) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৫ হাজার ৫৭৩ কোটি ৩৪ লাখ ৮৫ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। সংশোধিত বাজেটে এটা দাঁড়িয়েছে: ৫ হাজার ৫৭৯ কোটি ৪৮ লাখ ৮৭ হাজার টাকা। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় বেড়েছে বরাদ্দ। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গত বছরে বরাদ্দ ছিল ৬ হাজার ৮৭৮ কোটি, ৪৭ লাখ ৮ হাজার টাকা। সংশোধিত বাজেটে দাঁড়ায় ৬ হাজার ৭৩৯ কোটি, ২২ লাখ ১৭ হাজার টাকা। অর্থাৎ এ খাতেও বরাদ্দ বেড়েছে।

প্রাথমিক, গণশিক্ষা, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি এবং উচ্চশিক্ষা খাতের আলাদা বরাদ্দ ঘেঁটে দেখা যায়, প্রত্যেক খাতেই বরাদ্দ-বেড়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক বরাদ্দ বেড়েছে প্রাথমিকে ১ হাজার ৩৮ কোটি টাকারও বেশি। এরপর এনসিটিবিতে ৩০৪ কোটি ২ লাখ টাকা বরাদ্দ বেড়েছে। এটা মাধ্যমিকের বিনামূল্যের বই প্রকাশে ব্যয় হবে। এরপরই বেড়েছে মাধ্যমিকে ১৩৬ কোটি এবং উচ্চশিক্ষায় ৯৯ কোটি টাকা। মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে বরাদ্দ কমেছে গত বছরের তুলনায়।

অর্থমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন পদক্ষেপগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে— পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা, ছাত্রী উপবৃত্তি অব্যাহত রাখা, ছাত্র উপবৃত্তি চালু, সেশনজট কমানো, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি।

অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০১১-২০১২ অর্থবছরের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৫০ থেকে কমিয়ে ১:৪০-এ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে সব বিদ্যালয়ে গড়ে ন্যূনতম ৫ জন শিক্ষক নিয়োগ করার কথাও বলা হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরে আগামী বছরের নতুন পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে— বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ও কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষকদের 'যথাযথ যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে' সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 'প্রারম্ভিক' বেতনের সমপরিমাণ অনুদান প্রদান এবং প্রাথমিকে আগামী বছর শতভাগ 'নতুন' বই বিতরণ। বর্তমানে খুবই অসম্মানজনক হারে এসব শিক্ষক বেতন পেয়ে থাকেন এবং সরকারি শিক্ষকদের সমান বেতন দাবি তাদের দীর্ঘদিনের। আর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা অর্ধেক নতুন পেয়ে আসছিল। প্রাথমিক স্তরে নতুন বছরের আরেকটি নতুন পদক্ষেপ হল বন্যা ও নদীগর্ভে বিলীন সারাদেশের ৩৭০টি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ এবং বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় দেড় হাজার বিদ্যালয় স্থাপন। বর্তমানে ৪৮ লাখ ২৫ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এই সংখ্যা ৭৯ লাখে উন্নীত করা হবে। এছাড়া বিশেষভাবে মঙ্গা ও বস্তি এলাকা এবং নদীভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় উপবৃত্তি শতভাগ দেয়া হবে। বর্তমানে ৪০ ভাগ শিক্ষার্থীকে দেয়া হয়। এছাড়া অতি দরিদ্র এলাকায় 'স্কুল ফিডিং কর্মসূচি' চালু করা হবে।

সার্বিক এমপিও প্রদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে তিনি 'অলীক' বিদ্যালয় এবং বিত্তশালী বিদ্যালয়ের ব্যাপারে 'সুযোগটি পুনর্বিবেচনা'র কথাও জানান।

আগামী অর্থবছরে কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের ওপর জোর দেয়ার কথা ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, মাত্র ৩-৪ ভাগ এই শিক্ষা নিচ্ছে। আগামীতে মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হবে। সে লক্ষ্যে এই খাতে বরাদ্দ ৫৬ দশমিক ৩ ভাগ বাড়িয়ে (উন্নয়ন-অনুন্নয়ন মিলিয়ে) আগামী অর্থবছরে ৩২২ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করে বলা হয়, প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এগুলো পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় প্রতিষ্ঠার সুযোগ পরীক্ষা করে দেখা হবে। তিনি দেশী-বিদেশী চাকরির বাজারকে সামনে রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেড চালুর কথাও বলেন।

উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে তিনি বলেন, বরিশাল, রাঙ্গামাটি ও গোপালগঞ্জে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৯' প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরের জন্য বাজেটে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, বেসরকারি শিক্ষকদের স্থগিত রাখা এমপিও প্রদান কার্যক্রম চালু এবং এ খাতে ১২২ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই প্রদান কর্মসূচি। নতুন এমপিও'র ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী বলেন, এজন্য সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি ব্যবহার করা হবে। আর